মশানে বিবাহিত একাদশ ও অবিবাহিত একাদশের মধ্যে প্রীতি ফুটবল খেলা অনুষ্ঠিত

কর্মব্যস্ততার কারণে খেলাধুলা আর করা হয় না তাঁদের। তবে খেলার প্রতি ভালোবাসার তো আর কমতি নেই। সেই ভালোবাসার টানেই কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার মশান এলাকায় আয়োজন করা হয় প্রীতি ফুটবল ম্যাচ।

ফুটবল ম্যাচে মশান শাহপাড়ার বিবাহিত বনাম অবিবাহিতরা এই ম্যাচে অংশ নেন।

মশান মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে বুধবার বিকেলে ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয়।

৫০ মিনিটের খেলায় বিবাহিত ফুটবল একাদশ ১-০ গোলে অবিবাহিত ফুটবল একাদশকে পরাজিত করে। উৎসবমুখর পরিবেশে খেলা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন অতিথিরা।

খেলা পরিচালনা করেন মহি উদ্দিন মহি, সহকারী পরিচালক ছিলেন তন্ময় খান ও জুয়েল রানা।

স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, খেলার দিন দিনব্যাপী এলাকায় মাইকিং করে ফুটবল ম্যাচ উপভোগের জন্য দর্শকদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। মশান গ্রামের মেহেদী হাসান বাবু ও সাংবাদিক এসএম জামাল এই ফুটবল ম্যাচের উদ্যোক্তা ছিলেন।

খেলার মাঠে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এলাকার ক্রীড়ামোদী ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব জুয়েল রানা, সাইফ আল আজাদ মিল্টন, তন্ময় খান, ডা: মাসুদ রানাসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ।

বিবাহিত একাদশের খেলোয়াড় মেহেদী হাসান বাবু, মনির হাসান,এসএম জামাল, আকাশ, জুবাইদুল, রফিক, মনিরুল,নাজমুল,সুবেল প্রমুখ।

অবিবাহিত একাদশের খেলোয়াড় আব্দুল মজিদ, বজলু, সম্রাট,সবুজ, সিপ্ত, সজিব, আলামিন, নাসিম,মনোয়ার, রুবেল, বাপ্পি, পলাশ প্রমুখ।

খেলা শেষে উভয় একাদশের মধ্যে একটি প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয়।

জীবননগরের হাসাদাহ জাতীয় সাংবাদিক সংস্থার পক্ষে থেকে সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত

জীবননগর উপজেলা হাসাদাহে জাতীয় সাংবাদিক সংস্থার পক্ষে থেকে সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার সকাল ১০ টার দিকে হাসাদাহ প্রেসক্লাবে এ সংবর্ধনা আয়োজন করা হয়। সাংবাদিক ডিএম মতিয়ার রহমান জাতীয় সাংবাকি সংস্থার খুলনা বিভাগের সাংগঠনিক সম্পাদক নিবাচিত করার জন্য এ আয়োজন করা হয়েছে।

এ সংবর্ধনার অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বক্তব্য রাখেন জাতীয় সাংবাদিক সংস্থার খুলনা বিভাগের প্রধান সাজ্জাদুল কবির, খুলনা বিভাগের সাংগঠনিক সম্পাদক ডিএম মতিয়ার রহমান।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন হাসাদাহের জাতীয় সাংবাদিক সংস্থার সভাপতি কবির আহম্মদ, সাধারণ সম্পাদক বদরুজ্জামান শ্যামল।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, হাসাদাহ প্রেসক্লাবের উপদেষ্ঠা মহাম্মদ আলী মাস্টার, মিজানুর রহমান, জাতীয় সাংবাদিক সংস্থার সদস্য মনিরুজ্জামান রিপন, আল আমিন, এইচ.এম হাকিম, শাহাবদ্দীন খান, লিমন হুসাইন, কামরুল ইসলাম প্রমুখ।

কালীগঞ্জে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন সেমিনার অনুষ্ঠিত

কালীগঞ্জ উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে বুধবার উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ অবহিতকরণ ও বাস্তবায়ন বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে ।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার সূবর্ণা রাণী সাহা’র সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এস এম জাহাঙ্গীর সিদ্দিক ঠান্ডু।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান শাহানাজ পারভীন, ও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডল।

অনান্যের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা প্রাণী সম্পদ অফিসার ডা.এ. এস. এম আতিকুজ্জামান, দৈনিক নবচিত্র পত্রিকার প্রধান সম্পাদক ও প্রকাশক আলহাজ্ব শহিদুল ইসলাম, সোনার বাংলা ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শিবু পদ বিশ্বাস, কালীগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সাংগঠনিক সম্পাদক শাহ আলম, একাত্তর টিভি সাংবাদিক মিশন আলী।

এছাড়াও উপজেলার বিভিন্ন কর্মকর্তা, এনজিও প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি/সম্পাদক ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সেমিনারে ব্যবসায়ীদের প্রতিটি দোকানে দ্রব্যমূল্য তালিকা টানানোর জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয় এবং হোটেল মালিক সমিতি ও বেকারী মালিক সমিতির সদস্যদের খাবারের মান উন্নয়ন ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে বিশেষ নির্দেশনা দেওয়া হয়।

গাংনীতে ফেসবুকে অপপ্রচারের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

গাংনীর একটি ফেসবুক অনলাইন পেইজে অপপ্রচারমুলক বিভ্রান্তি সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করেছেন গাংনীর কামারখালী গ্রামের মোঃ বিপ্লব খান। বুধবার বিকেলে গাংনী প্রেসক্লাবে এ সংবাদ সম্মেলন করা হয়।

প্রেসক্লাবের সকল সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন বিপ্লব খান।

লিখিত বক্তব্যে জানান, গ্রামের বেল্লাল খন্দকার গংদের সাথে জমি জমা নিয়ে বিরোধ চলে আসছে দীর্ঘদিন। বিরোধপুর্ণ জমি বেল্লাল ও তার লোকজন গত ১৬ অক্টোবর জোরপুর্বক দখল করতে যায়। বিষয়টি পুলিশ বাহিনীকে অবহিত করলে পুলিশ উভয় পক্ষকে থানায় উপস্থিত হবার জন্য বলে। কিন্তু প্রতিপক্ষ বেল্লাল গং থানায় উপস্থিত হয় নাই।

উপরন্ত ১৭ অক্টোবর ‘গাংনীর চোখ’ নামের একটি ফেসবুক পেইজে অনলাইনে আওয়ামী লীগের অফিস ভাংচুর ও সংঘর্ষের কথা তুলে ধরে অপপ্রচার করে। আদৌ কোনো সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেনি।

বরং বেল্লাল গং অন্যের জমি জোর দখল করার জন্য ও রাজনৈতিক ফায়দা লুটার জন্য জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি টাঙ্গিয়ে তা আবার রাতের আধারে ছিড়ে আমাদের মাথায় দোষ চাপানোর পায়তারা করছে। যা নিজের নাক কেটে অন্যের যাত্রা ভঙ্গ করার সামিল।

লিখিত বক্তব্যে তিনি আরো বলেন, গ্রামের ছোট ছোট বিষয়গুলি কিছু স্বার্থন্বেসীমহল ফেসবুকের মাধ্যমে অপপ্রচার করে গ্রামের শান্তি শৃঙ্খলা ও ভ্রাতৃক্তবোধ নষ্ট করতে চাইছে।

এমনকি উষ্কানিমূলক এমন প্রচারে গ্রামের সাধারন মানুষ উদ্বুদ্ধ হয়ে রক্তক্ষয়ি সংঘর্ষের মত ঘটনা ঘটাতে পারে। যার দায়ভার অপপ্রচারকারীদের বহন করতে হতে পারে বলেও জানান তারা।

ওই বসত ভিটায় কোন অফিস ছিল না। প্রতিপক্ষ আমাদেরকে ফাঁসাপনোর জন্য মিথ্যা তথ্য প্রকাশ করে সামাজিক ভাবে মানক্ষুণ্য করার পায়তারা করছে।

সংবাদ সম্মেলনে প্রেসক্লাবের সাংবাদিকগণ ছাড়াও কামারখালী গ্রামের গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

হরিণাকুণ্ডু পৌর কৃষকলীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু পৌর কৃষকলীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সন্মেলনে সর্বসন্মতিক্রমে আনোয়ার হোসেন কে সভাপতি এবং আব্দুর রাজ্জাক কে সাধারণ সম্পাদক ও জহুরুল ইসলাম কে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ৬১ সদস্য বিশিষ্ট পৌর কৃষকলীগের কমিটি গঠন করা হয়েছে।

মঙ্গলবার বিকালে প্রিয়নাথ স্কুল এন্ড কলেজ প্রাঙ্গনে সন্মেলন প্রস্তুত কমিটির আহবায়ক আনোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে ও জসিমউদ্দীন এর সঞ্চালনায় সন্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন, পৌর মেয়র ও পৌর আ.লীগের সভাপতি শাহীনুর রহমান রিন্টু।

বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা কৃষকলীগের আহবায়ক আব্দুল্লাহ্ আল বাকী, পৌর মেয়র পদপ্রার্থী আবু আসাদ রুনু, সংসদ সদস্যের প্রতিনিধি আছাদুজ্জামান আছাদ।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন, আ.লীগ নেতা ও সহকারী শিক্ষক সালউদ্দীন বুলু, কৃষকলীগ নেতা কৃষ্ণ বিশ্বাস, ৭নং ওয়ার্ড আ.লীগের সাধারণ সম্পাদক সামছুল ইসলাম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক শরিফুল ইসলাম সহ পৌর কৃষক লীগের নেতা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহে যুবলীগ নেতার উদ্যোগে রাস্তা মেরামত

এলাকার মানুষের ভোগান্তি কমাতে ভাঙা রাস্তা স্ব উদ্যোগে মেরামত করলেন ঝিনাইদহ সদর থানা যুবলীগের সাবেক আহ্বায়ক নুরে আলম বিপ্লব।

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার হলিধানী বাজার থেকে সোনারদাইড় পর্যন্ত রাস্তাটি এবারের ভারী বর্ষণে বিভিন্ন স্থানে খানা খন্দের সৃষ্টি হয়। এতে করে রাস্তাটি চলাচলের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে। তাই রাস্তাটি সংস্কারের উদ্যোগ নেন যুবলীগ নেতা নূরে আলম বিপ্লব।

রাস্তা দিয়ে নিয়মিত চলাচলরত ভ্যান চালক মহিরদ্দিন বলেন, হলিধানী বাজার থেকে বাজার গোপালপুর রাস্তায় মাঝে মধ্যে ভাঙ্গা হওয়ার কারনে চলতে অনেক সুবিধা হয়, বিপ্লব বাবাজি রাস্তা ঠিক করছে দেখছি, রাস্তাটি ঠিক হলে সকলের উপকার হবে।

ওই এলাকার স্থানীয় ব্যবসায়ী ইউনুছ আলী (৫৫) বলেন, এ রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন জেলা সদরসহ ঝিনাইদহ শহরে যাতায়ত করে শত শত মানুষ। এ রাস্তা দিয়া নিয়মিত, ইজিবাইক, অটো, ভ্যান ও নসিমন, আলমসাধু পিকাপ গাড়ি চলাচল করে। যুবলীগের নেতা নুরে আলম বিপ্লব মানুষের কথা ভেবে এগিয়ে এসেছেন। তার উদ্যোগকে আমরা সাধুবাদ জানাই।

এ বিষয়ে যুবলীগ নেতা নূরে আলম বিপ্লব বলেন, ‘আমার নিজ এলাকা হলিধানী বাজার হতে সোনাদাড়ি পর্যন্ত গ্রামের বিভিন্ন রাস্তার বেহাল দশা, কিছু কিছু রাস্তা চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ায় মানুষের ভোগান্তি বেড়েছে।

রাস্তাটি চলাচলের অনুপোযী হলে আমি নিজ উদ্যোগে হলিধানী বাজার হতে সোনারদাইড় পর্যন্ত প্রায় তিন কিলোমিটার রাস্তা সংস্কার করার কাজ শুরু করেছি। রাস্তা মেরামতকালে উপস্থিত ছিলেন, আব্দুর রহিম শেখ, বাদশা ছৈয়াল, মোজাম্মেল হোসেন, ওসমান আলী, ফারুক বিশ্বাস, রাশেদুল ইসলাম, রফিকুল ইসলাম সহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

এসময় উপস্থিত জনসাধারণ বলেন, আগামীতে এ ধরণের জনবান্ধব নেতাকে আমরা চেয়ারম্যান হিসেবে দেখতে চাই।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ঝুলিয়েছে ভাই

ছোটভাই মতিয়ার রহমানের রোষানলে পড়ে বসত ভিটা হারাতে বসেছেন বড়ভাই আনোয়ার হোসেন। নিজ বাড়িতে আশ্রয় দেয়ার পর ওই বাড়িটি নিজের বলে দাবি করে তালাবদ্ধ করেছেন।

এ ব্যাপারে গাংনী থানায় একটি অভিযোগ দিয়েছেন আনোয়ার হোসেনের ভাই মনিরুজ্জামান মন্টু। অভিযোগে মতিয়ার রহমান ও তার অপর দুভাই খালেক এবং ছানোয়ার হোসেনকে বিবাদী করা হয়েছে।

ঘটনাটি ঘটেছে মেহেরপুরের গাংনীর গাড়াডোব গ্রামে।

অভিযোগে জানা গেছে, আনোয়ার হোসেন তার পিতার জমিতে দুই রুম বিশিষ্ট একটি বাড়ি নির্মাণ করেন। চাকরীর সুবাদে আনোয়ার হোসেন ঢাকাতে অবস্থান করায় ২০০১ সালে ছোটভাই মতিয়ার রহমানকে তার ওই বাড়িতে বসত করার সাময়িক অনুমতি দেন। পিতা মাতার মৃত্যুর পর মতিয়ার রহমান ওই বাড়িটি নিজের বলে দাবি করে দখলে নেন।

এব্যাপারে অন্যান্য ভাই ও আত্মীয় স্বজন বাড়িটি ছেড়ে দিতে অনুরোধ করেও কোন কাজ হয়নি। উপরন্ত বাড়ির দোতলার আরো দুটি রুমে তালাবদ্ধ করেন গত ৩০ সেপ্টেম্বর।

অনুনয় বিনয় করেও কোন ফল না পাওয়ায় আনোয়ার হোসেনের পক্ষে অভিযোগটি করেন অপর ভাই মনিরুল ইসলাম।

গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমান জানান, বিষয়টি তদন্তাধিন রয়েছে।

গাংনী পৌর এলাকায় ড্রেনেজ প্রকল্পের পরিদর্শন, দূর হবে

[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [

নভেম্বরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা হবে কিনা সেই প্রশ্নে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আপনাদের কী মনে হয়? এখন পর্যন্ত যে অবস্থা তাতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কখন খোলা হবে সেটি বলা মুশকিল। যেখানে যেখানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলেছিল, অধিকাংশ জায়গায় সেখানে বন্ধ করার পর্যায়ে আছে।

‘যেহেতু শীতকাল নিয়ে একটা দুশ্চিন্তা আছে সব জায়গায়, বিশেষজ্ঞ মহলও বলছে– করোনার প্রকোপ বাড়তে পারে। সে কারণে আমাদের কোভিডবিষয়ক যে জাতীয় পরামর্শক কমিটি রয়েছে, আমরা তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেব’-যোগ করেন মন্ত্রী।

দীপু মনি বলেন, আমরা যখন মনে করব যে আমাদের শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের স্বাস্থ্যঝুঁকি নেই বা খুবই সামান্য, হয়তোবা যে ঝুঁকিটুকু নেয়া সম্ভব, সে রকম একটা অবস্থায় যদি যায়, তখন আমরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলতে পারব। সেটি কবে হবে সেটি আমাদের কারও পক্ষেই এ মুহূর্তে বলা সম্ভব নয়।

দেশে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়ে ৮ মার্চ। প্রথম মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ। এর একদিন আগে ১৭ মার্চ থেকে দেশের সব ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়া হয়। বর্তমানে কওমি মাদ্রাসা ছাড়া অন্যসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আগামী ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত ছুটি ঘোষণা করা আছে।

করোনার কারণে এবার পঞ্চম ও অষ্টমের সমাপনী পরীক্ষা হবে না। মাধ্যমিকের বার্ষিক পরীক্ষাও বাতিল করার কথা আজ জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী।